দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 23 APR 1998
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রসঙ্গে

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রতিবছরের নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে, এমনিতেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নানা সমস্যায় কণ্টকিত; তার ওপর এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের সমস্যা বোঝার ওপর শাকের আঁটি হয়ে উঠেছে। এ বছরও চলমান এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। গত মঙ্গলবার দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত প্রধান শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের ভাষ্যে বলা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে এবং এবারের প্রশ্ন ফাঁসের কেন্দ্রস্থল যে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড ও মীরসরাই সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছরের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার কিছু বিশেষ দিক আছে। এ সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদে একটি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, মীরসরাইতে প্রভাবশালী মৌলবাদী একটি রাজনৈতিক সংগঠন এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার জন্য দায়ী। সরকারকে রাজনৈতিকভাবে বেকায়দায় ফেলার জন্য তারা এ কাজ করেছে বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু এমনি এমনি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তাদের হাতে যায়নি, নিশ্চয়ই প্রশ্নপত্র যেখানে ছাপা হয় এবং সংরক্ষণ করা হয় সেসব জায়গা থেকেই ফাঁস হয়ে যায়। ফাঁস করে অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

এবারের প্রশ্নপত্র ফাঁস ঘটনা আর এক দিক হচ্ছে দু'টি পত্রিকার প্রকাশক ও সাংবাদিক গ্রেফতার। চট্টগ্রামের "দু'টি এবং ঢাকার একটি পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছে। পত্রিকা তিনটি পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ছেপে দিয়েছিল যা প্রচলিত আইনবিরোধী বলে সরকার জানিয়েছে। কিন্তু সংবাদপত্র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠন সরকারী এ পদক্ষেপে সমালোচনা করে বলেছে, সামাজিক দায়িত্বপালন করাকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং সরকার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে সংবাদপত্রের ওপর দোষ চাপিয়েছে বলেও অভিযোগ করেছে একটি সাংবাদিক সংগঠন। চট্টগ্রামে পুলিশ ব্যাপক তল্লাশি চালাচ্ছে। ধরপাকড়ও কিছু কিছু হচ্ছে।

চট্টগ্রামে যে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র পাওয়া গেছে তার সঙ্গে মূল প্রশ্নপত্রের হুবহু মিল রয়েছে। স্থানীয়ভাবে পৃথক দু'টি তদন্ত টিম গঠন হলেও সঠিক ঘটনা ও অপরাধী শনাক্ত হয়নি। সব গোয়েন্দা সংস্থাও তৎপর। সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে আরও একটি কমিটি গঠন করেছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে গণিত পরীক্ষাটি নতুন প্রশ্ন পত্রে অনুষ্ঠিত হবে।

ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র হাতে লেখা এবং ফটোস্ট্যাট করে ছড়ানোয় ফটোস্ট্যাট দোকানগুলোর ওপর কড়া নজর রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত মূল ব্যক্তিরা ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে বলেই বোধ হচ্ছে। কারণ যে ধরনের সাবধানতা গ্রহণের দরকার ছিল সে ধরনের সাবধানতা গ্রহণ করা হয়নি। প্রশ্নপত্র ছাপার স্থান এবং সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত স্থানগুলোকে কড়া নজরে রাখলে এমন ঘটনা ঘটতে পারত না। কড়া নজর রাখা উচিত ছিল এ কারণে যে প্রশ্নপত্র প্রায় প্রতিবছরই ফাঁস হচ্ছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস করার মতো একটা চক্র ইতোমধ্যে গড়ে উঠে থাকলেও বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলেই নজরদারি বন্ধ হয়ে যায়। এই সুযোগে অর্থলোভী দুর্নীতিবাজরা সরকারকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টায়রত কোন রাজনৈতিক দলের হাতে অর্থের বিনিময়ে প্রশ্নপত্র তুলে দিতেও পারে। কিন্তু সেটাকে খুব বেশি বড় করে দেখার আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থার শিথিলতা এবং দুর্নীতির চক্রকে শনাক্ত করা প্রয়োজন। বোর্ডের পরীক্ষা হলেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটবে এমন নিয়ম হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। এখন সরকারের বিভিন্ন সংস্থা তৎপর হয়েছে; কিন্তু এ তৎপরতা প্রশ্নপত্র ছাপার সময় থেকেই বজায় রাখলে এ অঘটন ঘটত না। যেহেতু আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে সেহেতু সাবধানতা আগেই অবলম্বন করা উচিত ছিল, সাবধান হলে এখন যারা সরকারকে বেকায়দায় ফেলার সুযোগ নিয়েছে বলে বলা হচ্ছে তারাও সুযোগ নিতে পারত না কিংবা সুযোগ নিলেও তাদের পাকড়াও করা বা মুখোশ উন্মোচন করা সহজ হতো। এখন নানা রকম তৎপরতা চলছে ঠিকই, কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে মেধাবী-পরিশ্রমী পরীক্ষার্থীদের সামনে এক অনাকাঙ্ক্ষিত চ্যালেঞ্জ এসে দাঁড়াল। এ ঘটনা পরীক্ষার্থীদের অভিভাবক এবং দেশের বিবেকবান সকল নাগরিককেই উদ্বিগ্ন করেছে।

বস্তুত শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্নীতি ও অনিয়মের কাছে জিম্মি করা যাবে না—এ অঙ্গীকার সরকারকে করতে হবে। অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ভবিষ্যত নাগরিক গড়ার হাতিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থায় মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসবে। কাজেই আমরা আশা করছি, প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সমস্ত দুর্নীতি ও অনিয়মও বন্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে! দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে!